শ্রদ্ধাঞ্জলি

এই বেদনা আমি কাকে বলি?

Rb gwUb

প্রবাসী বাঙ্গালীদের এই এক অভ্যাস । অফিসের ফাঁকে সময় করে ঠিকই দেশের পত্রিকাগুলোতে চোখ বুলিয়ে নেই । গতকাল বোধহয় চোখ না বুলালেই ভালো হোত । কারন গতকাল সেলিম আল দ্বীনের অসুস্থতার খবর ছাপা হয়েছে । সারাক্ষন মনটা ভারী হয়ে রইল । জগতের এত মানুষ থাকতে- সেলিম ভাইকে কেন অসুস্থ হতে হবে? তখন থেকেই ভাবছিলাম- সবাইকে প্রার্থনা করতে বলবো । সেলিম ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা । সেলিম আল দ্বীন সেই সুযোগটি দিলেন না । চলে গেলেন । আমার এক পরম আত্মীয় চলে গেলেন । আমরা যারা নাটক করি- তারা সবাই একে অপরের আত্মীয় । কারন আমাদের সম্পর্কটা আত্মার । কিছু কিছু মৃত্যু পাখীর পালকের মত হালকা । আর কিছু কিছু মৃত্যু পাথরের মত ভারী । সেলিম আল দ্বীনের হঠাৎ চলে যাওয়া- সকল নাট্যকর্মীর বুকে হিমালয়ের মত ভারী এক বেদনা তৈরী করল ।

নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু- মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি অসাধারন বই লিখেছিলেন । নাম 'ঘুম নেই' । আমি যে বইটা কত বার পড়েছি- বলতে পারবো না । একসময় ঐ গল্পগুলোকে মঞ্চে নিয়ে আসতে চাইলাম । সরাসরি বাচ্চু ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম । বললাম গল্পটির নাট্যরূপ আর নির্দেশনার কাজটি আমি করবো । বাচ্চু ভাই রাজী তবে শর্ত জুড়ে দিলেন । বললেন যে 'ঘুম নেই' বইটি প্রকাশের পর সেলিম আল দ্বীন নিজে এই গল্পটির নাট্যরূপ আর নির্দেশনার কাজ করতে চেয়েছে । যদি সেলিম ভাই অনুমতি দেয় তাহলে আমি কাজটি করতে পারবো । সেলিম ভাইকে তখন চিনি - দূরের মানুষ হিসাবে । অনেক বড় মাপের একজন নাট্যকার । তার সাথে নাটক নিয়ে কথা বলার একটা সুযোগ হবে অন্তত এই আশায় বাচ্চু ভাইয়ের শর্তে রাজী হলাম ।

নাটকটি যেহেতু মহাকাল নাট্য সম্প্রদায়ের জন্য করব -অতএব তাদের কর্মকর্তারা সেলিম ভাইয়ের সাথে একটা মিটিং ঠিক করলো । সেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে । দুরু দুরু বুকে একদিন সন্ধ্যায় তার বাড়ীতে গেলাম । পরিষ্কার মনে আছে- মাটিতে কার্পেটের উপর কিছু বালিশ । আমরা কার্পেটে বসলাম । সেলিম ভাই আমার মঞ্চের অভিনয় দেখেছে । অতএব আমাকে চিনতে যে অসুবিধা হবে না এটা জানতাম । সেলিম ভাই এলো । সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'ঘুম নেই নিয়ে কাজ করার মত তোর সাহস হোল কেন? '

আমি প্রথমে প্রশ্নটা বুঝতে পারিনি । সেলিম ভাই বোধহয় বিষয়টা টের পেয়েছিল । আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তুই জানিস গল্পটা কত সুন্দর আর কঠিন?'

এবার সাহস নিয়ে উত্তর দিলাম, ' জ্বি সেলিম ভাই । আমি গল্পটি অনেকবার পড়েছি ।'

সেলিম ভাইয়ের পাল্টা প্রশ্ন,' অনেকবার পড়লেই কি নাটক করতে হবে নাকি?'

আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে কি বলব । এরপর আমাদের কথোপকথন অনেকটা এই রকম ছিল-

-গল্পটা আমার ভীষন ভালো লেগেছে । আমি এটা নিয়ে কাজ করতে চাই ।

- তুই কি জানিস যে আমি এটা নিয়ে আমি কাজ করতে চাই?

- জ্বি বাচ্চু ভাই বলেছে । আপনি অনুমতি না দিলে আমি এই নাটকটি করব না ।

- আমি তো যাকে তাকে এই নাটক করার পারমিশন দিব না ।

-ঠিক আছে বলুন আমি কি করলে আপনি আমাকে এই নাটকটি করতে দিবেন?

সেলিম ভাই কিছুক্ষন চুপ করে রইলো । তারপর বলল-

- আমার সাথে একমাস কাজ করতে হবে । এই একমাস আমাকে বোঝাতে হবে তুই কি ভাবে এর নাট্যরূপ আর ডিরেকশন দিবি ।

আমার কাছে মনে হোল এটা এক বিরল প্রস্তাব যেটা উপেক্ষা করা আমার জন্য অসম্ভব । আমি সাথে সাথে রাজী হয়ে গেলাম । তারপর টানা একমাস সপ্তাহে পাঁচদিন সেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেলিম ভাইয়ের সাথে 'ঘুম নেই'- এর গল্প নিয়ে আলোচনা করেছি । 'ঘুম নেই' মুক্তিযুদ্ধের গল্প । সেলিম ভাই ঘন্টার পর ঘন্টা মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলতেন । বলতেন তার বন্ধুদের হারানোর গল্প । তার এক মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু আমেরিকায় রোড একসিডেন্টে মারা গিয়েছিল । এই গল্পটি বলতে বলতে একদিন হু হু করে কেঁদে উঠলেন । আমি কেমন অসহায়ের মত কেবল তাকিয়ে থাকলাম । জানতাম না কি করে এমন একজন অসামান্য নাট্যকারকে সান্তনা দেব? ভুলটা সেখানেই করেছিলাম । সেলিম ভাইকে সেদিন কেবল একজন নাট্যকার ভেবেছিলাম । আসলে উনি একজন মানুষ । যার হৃদয় হু হু করে কাঁদে বন্ধুর জন্য । সেদিন সেই গল্পটি বলার পর সেলিম ভাই হারমোনিয়াম নিয়ে ঘুম নেই এর জন্য একটি গান সুর করে দিলেন-

এত বছর পড়ে কি জীবন্ত সেই স্মৃতি

আমরা বেঁচে আছি

ওদের জীবনের বিনিময়ে

বেঁচে থাকা কি এতই প্রয়োজন?

একমাস কাজ শেষে আমি মহাকালের একঝাঁক তরুণ নাট্যকর্মী নিয়ে কাজে ঝাপিয়ে পড়লাম। তিনমাস রিহার্সেল করে তৈরী করলাম নাটক - ঘুম নেই। নাটকটির প্রথম প্রদর্শনীর আগে বাচ্চু ভাই আর সেলিম ভাইকে রিহার্সাল দেখার জন্য আমন্ত্রন জানালাম। আমরা তখন রির্হাসাল করি মধুর ক্যান্টিনের পাশের ক্যাফেটেরিয়াতে। উনারা এলেন। নাটকটির রিহার্সেল দেখলেন। এবার আমার জন্য চূড়ান্ত পরীক্ষা। সেলিম ভাই আমাকে ক্যাফেটেরিয়ার বাইরে নিয়ে গেলেন। বললেন,

-মুক্তিযুদ্ধের জন্য যে তোর এত ইমোশন এটা জানতাম না।

- নাটকটি আপনার ভালো লেগেছে।

- খুব সুন্দর হয়েছে। আমি তোর প্রথম শো দেখতে যাবো।

সেলিম ভাই প্রথম শোতে এসেছিলেন। প্রদর্শনী শেষে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে বলেছিলেন- 'অনেক কষ্টে তোকে অনুমতিটা দিয়েছিলাম। কারন এই নাটকটা আমি ছাড়া আর কেউ করুক এটা চাইনি। কিন্ত তোকে দিয়ে ভালোই করেছি।'

আমি সাহস করে একটা অনুরোধ করে ফেলেছিলাম-

-আপনার লেখা একটা নাটক ডিরেকশন দিতে দিবেন?

সেলিম ভাই হেসে হেসে বললেন,

- আমার নাটক বাচ্চু ছাড়া কেউ ডিরেকশন দিতে পারে না। ও ছাড়া আর কেউ আমার লেখা শব্দগুলোর ভিতর দিয়ে এমন অনায়াশে চলাফেরা করতে পারে না।

কথাটা যে কত সত্য তা কীত্তনখোলা, হাত হদাই, কেরামত মঙ্গল নাটক না দেখলে বোঝা যাবে না।

পুনশ্চ:

১. সেলিম আল দ্বীন আমার আত্মীয়। গতকাল আমার সেই আত্মীয় মারা গেছেন। আমাদের জন্য সাজিয়ে রেখে গেছেন অনেকগুলো শব্দ। আমরা নাট্যকর্মীরা আমাদের সেই আত্মীয়ের সাথে কথা বলব তার লেখা শব্দগুলোর আনাচে-কানাচে অনায়াশে চলাফেরা করে। সেলিম ভাই শান্তিতে ঘুমাক।

২. সেলিম ভাইয়ের বুকের উপর একটি ছোট্ট ফুল দিয়ে দিয়ে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে- 'কেবল আপনাকে আবার ফিরে পাবার জন্য হলেও আমি পুণর্জন্ম বিশ্বাস করতে চাই। আপনাকে আমাদের ভীষন দরকার।' আমার এই লেখাটা বাংলাদেশের কেউ যদি পড়েন অনুগ্রহ করে আমার হয়ে সেলিম ভাইয়ের বুকের উপর একটি ফুল দিবেন কি? বাকি কথাগুলো আমি এখান থেকেই বলে দিব।

জন মার্টিন

অভিনেতা, নাট্যকার, নির্দেশক

probashimartins@gmail.com